সংবাদ

তারিখ 28 JUL 2013
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

# দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল করুন

প্রায় সাড়ে চার বছরেও ৪১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে আইনের আওতায় আনতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। উল্টো এসব প্রতিষ্ঠানে সনদ বাণিজ্য, মালিকানা দ্বন্দ্ব ও তুহবিল তছরুপের মতো ঘটনা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গত ২৮ জুলাই দৈনিক সংবাদ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

তবে ৮/১০টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব উদ্যোগেই স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করে ন্যূনতম আইনানুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করছে। তারা মানসম্মত পাঠদান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুদারনীতির কারণে কয়েক বছর আগে সনদ বাণিজ্যের অভিযোগে বন্ধ করে দেয়া দুটি বিশ্ববিদ্যালয় এই সরকারের আমলে আবারও কার্যক্রম চালাতে পারছে। জানা যায়, আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে চলছে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দুর্বল আইনি লড়াইয়ের কারণে মামলা-মোকদ্দমায় ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পেরে ওঠেনি শিক্ষা প্রশাসন।

ইউজিসির তথ্যানুযায়ী কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম মোটামুটি মানসম্মত হলেও অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা সেগুলোর অর্জনকে ম্লান করছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি গত দুই বছরে শিক্ষা প্রশাসনের কোন নিয়ন্ত্রণকে ও দিক-নির্দেশনাই আমলে নেয়নি। কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও আর্থিক প্রভাবের কাছে রীতিমতো অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছে ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গণবিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে এমবিবিএস প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। ইউজিসি জানায়, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে মোটামুটি মান নিশ্চিত করে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। তবে আইন অনুসরণ না করায় এগুলোর একটিও স্থায়ী সনদ অর্জন করতে পারেনি। বেশ কয়েক বছর ধরেই কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানা বিরোধ চলছে। মালিকরা নিজ নিজ পছন্দের শিক্ষককে উপাচার্য বানিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সনদ দিচ্ছেন। বিতর্ক প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ নিয়ে সরকারি চাকরিতে আবেদনও করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা।

অভিযোগ আছে, মালিকানা দ্বন্দ্ব থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোন এক পক্ষকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বৈধ বললেও, অন্য পক্ষকে বৈধ বলছে ইউজিসি। এতে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা লাভবান হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবসায়ীরাও সফল হচ্ছে। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

দেখা গেছে, প্রায় সবকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিগত সাড়ে চার বছরে স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা অব্যাহত রেখেছে। ইউজিসি মাঝে মধ্যে দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার ও সনদ বাণিজ্য নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন করলেও কালো টাকার প্রভাব ও ক্ষমতার দাপটে সেসব প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখেনি। বহুদিন ধরেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এরকম অনিয়ম এবং দুর্নীতির মধ্যে চলছে। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমল থেকে শুরু করে বর্তমান ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকারের আমলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অনিয়ম বন্ধ হয়নি। বর্তমান সরকার এগুলোকে নিয়মের মধ্যে আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছে না। মূলত ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং সরকারের যোগসাজশ রয়েছে এমন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই নিয়মনীতি মানে না, চরম অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফ্রিস্টাইলে বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাচারিতা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য মূর্তিমান শনি। এই অবস্থা চলতে দেয়া হলে এর কু-প্রভাব শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়বে। বিপর্যস্ত হবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। বিগত সাড়ে চার বছরে নিয়ম ভঙ্গকারী এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বারবার সময় দেয়া হয়েছে নিয়ম অনুসরণ করার জন্য। আমরা মনে করি যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। এখন সরকারকে অ্যাকশনে যেতে হবে। যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনিয়মের চরমে পৌঁছে গেছে, সরকারের উচিত সেসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চিহ্নিত করে অনুমোদন বাতিল করে দেয়া।